মাসিক বুলেটিন

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যা ঃ ৯৩ | বর্ষঃ ১১ | নভেম্বর ২০১৬

"মাদকাসক্তি ও পরিবারের করণীয়" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১৬ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে অফিসার্স ক্লাব ঢাকা এর কল্যাণ ও সেবা উপ-কমিটি ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ক্লাব মিলনায়তনে "মাদকাসক্তি ও পরিবারের করণীয়" শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও ক্লাব চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম।

১৬ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত "মাদকাসক্তি ও পরিবারের করণীয়" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এবং ঢাকা অফিসার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ ইব্রাহীম হোসেন খান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমান, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি)-এর পরিচালক এবং কল্যাণ ও সেবা উপ-কমিটির সদস্য-সচিব জনাব রওশন আরা জামান। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মনোরোগ বিদ্যা বিভাগ, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট এর বিভাগীয় প্রধান বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডা. মুহিত কামাল। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এবং কল্যাণ ও সেবা উপ-কমিটির চেয়ারম্যান ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। উক্ত অনুষ্ঠানে ঢাকা অফিসার্স ক্লাবের সদস্যবৃন্দ, তাদের পরিবারবর্গ, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ অংশগ্রহণ করেন।

মহাপরিচালকের কলাম

'মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন' নামীয় মাসিক বুলেটিনটি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হতে দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত প্রকাশ হয়ে আসছে। এই বুলেটিনে বস্তুতঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম প্রকাশিত হয়। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, সরকারি গণগ্রন্থাগারসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে বর্তমানে সীমিতভাবে এ বুলেটিন পাঠানো হচ্ছে। জনসাধারণকে মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জানাতে এবং তাদেরকে মাদক সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য এ বুলেটিনের কাগজের মান, ছাপার মান এবং বিষয়বস্তুর মান উন্নয়ন ঘটিয়ে প্রচার সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। বুলেটিনে জনসাধারণের মাদকাসক্তি সংক্রান্ত জিজ্ঞাসার জবাব, মাদকবিরোধী কর্মকান্ডে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/সংগঠন, মাদকাসক্তি বিশেষজ্ঞ এমনকি রিকভারি এ্যাডিক্টদের রচনা প্রভৃতি প্রকাশ করা যেতে পারে। আমি এর সর্বাধিক প্রচার কামনা করি।

১৬ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত "মাদকাসক্তি ও পরিবারের করণীয়" শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

উক্ত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরিচালক, কল্যাণ ও সেবা উপ-কমিটির সদস্য-সচিব জনাব রওশন আরা জামান। তিনি বলেন, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর মধ্যে মাদকাসক্তি অন্যতম। তিনি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সেমিনারের শুভ উদ্বোধন করেন। শুভেচ্ছা বক্তব্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমান বলেন, ১৯৯০ সালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অধিদপ্তর মাদকের চাহিদা হ্রাস, সরবরাহ হ্রাস ও মাদকজনিত ক্ষতি হ্রাস এই তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ করে থাকে।

আয়োজিত সেমিনার চাহিদা হ্রাস সম্পর্কিত। তিনি বলেন, মাদকবিরোধী দেয়াল লিখন, সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড, বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ এবং প্রথম পুরস্কার লাভ, জানুয়ারি মাসব্যাপী সারাদেশে মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন, ফেইসবুকে প্রচার-প্রচারণা, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের জন্য বিভিন্ন ডকুমেন্টারি তৈরি, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, মিয়ানমারের সাথে দ্বি-পাক্ষীক বৈঠক, নিয়মিত মামলা দায়ের ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। এরপরও মাদকের চাহিদা হ্রাস করা যাচ্ছে না।

তিনি আরো বলেন, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা প্রদান করার জন্য সারাদেশে সরকারি ৪ টি ও বেসরকারি ১৮৮ টি নিরাময় কেন্দ্র রয়েছে।

১৬ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত "মাদকাসক্তি ও পরিবারের করণীয়" শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

মহাপরিচালক আরও উল্লেখ করেন যে, নতুন অর্গানোগ্রাম বাস্তবায়ন করায় সারাদেশে জেলা পর্যায়ে অফিস স্থাপন করা হয়েছে। সীমিত জনবল দিয়ে মাদকের বিরুদ্ধে কার্যক্রম পরিচালনা খুবই দূরহ কাজ। তারপরও মাদকনিয়ন্ত্রণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, ঢাকা অফিসার্স ক্লাবের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ সকলেই সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা। তাদেরকে মাদকের কুফল সম্পর্কে অবহিত করাই সেমিনার আয়োজনের মূল লক্ষ্য। তিনি বলেন, সকলে মিলে মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডা. মুহিত কামাল। তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় উল্লেখ করেন যে, Generation gap এর ফলে বাংলার ঘরে ঘরে যে হাহাকার, পিতা-মাতার আর্তনাদ, সন্তানের চিৎকার, মনের সাথে মাদকের সম্পর্ক ইত্যাদি বিবেচনায় বলা যায় যে, পারিবারিক কারণেই মানুষ মাদকাসক্ত হয়। আবার মাদকাসক্তকে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পরিবারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাসিক বুলেটিন

উপদেষ্টা : খন্দকার রাকিবুর রহমান
মহাপরিচালক

সম্পাদক : জনাব কে.এম. তারিকুল ইসলাম
পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)

সহ-সম্পাদক : মোহাম্মদ রুহুল আমিন
সহকারী পরিচালক (গঃ ও প্রঃ)

সংখ্যা : ৯৩
বর্ষ : ১১ম
নভেম্বর : ২০১৬

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নতুন পরিচালক

কে.এম. তারিকুল ইসলাম

জনাব কে.এম. তারিকুল ইসলাম গত ৩১ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিচালক পদে যোগদান করেন। তিনি স্বীয় দায়িত্ব পালনে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ও দোয়া চেয়েছেন। তিনি ১৯৬৩ সনের ১০ অক্টোবর তারিখে মুন্সিগঞ্জ জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনা বিভাগে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। অত:পর নবম বি.সি.এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ২৬ জানুয়ারি ১৯৯১ তারিখে প্রশাসন ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি রাঙ্গামাটি, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও সিলেট জেলায় সহকারী কমিশনার ও ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সিলেটের গোয়াইনঘাটে সহকারী কমিশনার (ভূমি), একই জেলার বালাগঞ্জ ও ফরিদপুরের মধুখালীতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, টাঙ্গাইলের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং গোপালগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উপসচিব পদে পদোন্নতি পেয়ে তিনি উপ পরিচালক, স্থানীয় সরকার পদে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ঢাকায় কর্মরত ছিলেন। অত:পর প্রায় ৩ (তিন) বৎসরব্যাপী বান্দরবান জেলায় জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন। জনাব কে.এম. তারিকুল ইসলাম যুগ্ম সচিব হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) এর পরিচালক (প্রশাসন) পদে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে নিয়োজিত ছিলেন। চাকুরিসূত্রে তিনি ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম ও ভারত ইত্যাদি দেশ সফর করেন।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও ঢাকা অফিসার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ ইব্রাহীম হোসেন খান বলেন, মাদক পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। মাদকের করাল গ্রাস থেকে আমরা যদি আমাদের অনাগত প্রজন্মকে রক্ষা করতে না পারি তাহলে অপার সম্ভাবণাময় বাংলাদেশের অর্জন ব্যহত হবে।

তিনি আরও বলেন, পরিবার হচ্ছে সভ্যতার ভিত্তি। ধর্ম, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ প্রভৃতির শিক্ষাকেন্দ্র হলো পরিবার। ঐতিহ্যবাহী পরিবারের যে ভূমিকা ছিল বর্তমানে একক পরিবারে তা নাই। পারিবারিক বন্ধন দিনে দিনে শিথীল হয়ে যাচ্ছে যা মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ।

তিনি আরোও বলেন, বিদ্যমান আইন সংস্কার/সংশোধনের মাধ্যমে মাদকের উৎপাদন ও বিপণন রোধ করতে হবে। মাদক নিয়ন্ত্রণ নয় ; নির্মূল করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

তিনি মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করে ভবিষ্যতে একটি বড় ধরনের প্রোগ্রাম করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সেমিনারের প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রিপরিষদ ও ঢাকা অফিসার্স ক্লাবের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম বলেন, পরিবার সমাজের একটি অংশ। আমাদের সমাজ বহুমূখী রোগে আক্রান্ত। সুতরাং সমাজকে সুন্দর করতে হলে প্রতিটি পরিবারের মধ্যে সুন্দর আবহ তৈরি করতে হবে। সমাজের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে আছে, কোথাও শৃঙ্খলা নেই। ১৬ কোটি লোকের মধ্যে ৯০ লাখ লোক মাদকাসক্ত। এদেরকে ভালো করা সুপথে পরিচালিত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। যুব সমাজের পাশাপাশি ও বয়স্ক লোকেরাও মাদকাসক্ত হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বন্ধুসুলভ পরিবেশ তৈরি করতে হবে। তবেই প্রতিটি পরিবার হবে শান্তির নীড়, নচেৎ দোযখ।

অনুষ্ঠানের সভাপতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাদকাসক্তি ও পরিবারের করণীয় শীর্ষক অনুষ্ঠানকে অভূতপূর্ব বলে অভিহিত করেন। তিনি জনাব ডা. মুহিত কামালকে মাদকের শুভেচ্ছা দূত করার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন মাদককে একেবারে নির্মূল করা না গেলেও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। তিনি মাদকসমস্যা সমাধানের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, কোস্টগার্ড, আনসারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করার ওপর গুরত্বারোপ করেন।

মাদক অপরাধ দমনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত:

গত ২২ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ঢাকা এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর যৌথ উদ্যোগে হোটেল ফারস এ মাদক অপরাধ দমনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার জনাব মো: হেলালুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিচালকগণ এবং জেলা প্রশাসক, ঢাকা। অনুষ্ঠানে মাদক সংশ্লিষ্ট অপরাধ দমনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনারের কবু Note উপস্থাপন করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন্‌স ও গোয়েন্দা) জনাব সৈয়দ তৌফিক উদ্দীন আহমেদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমান।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিভাগের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

২২ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হোটেল ফারস এ "মাদক অপরাধ দমনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব গোলাম কিবরিয়া। অনুষ্ঠানে কবু Note Paper উপস্থাপন করেন পরিচালক (অপারেশন্‌স ও গোয়েন্দা) জনাব সৈয়দ তৌফিক উদ্দীন আহমেদ। তিনি বলেন, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধ এবং মাদক অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য এবং প্রশংসনীয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ঘটনাস্থলে অপরাধীর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বিভিন্ন মেয়াদে (০২ বছর পর্যন্ত) সাজা দিয়ে থাকেন। তাৎক্ষণিক বিচারের কারণে আদালতে নিয়মিত মামলার সংখ্যা বাড়েনা, মাদক অপরাধীকে দ্রুত সাজা দেয়া সম্ভব হয়। এটি অবৈধ মাদক ব্যবসায়ী/ চোরাকারবারীসহ মাদক অপব্যবহারকারীদের জন্য ভীতির কারণও বটে।

২২ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হোটেল ফারস এ "মাদক অপরাধ দমনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করছেন মহাপরিচালক জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমান

তাই মাঠ পর্যায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতে বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক, উপপরিদর্শক, প্রসিকিউটর হিসেবে এবং পুলিশ আইনশৃংখলা রক্ষাকারী হিসাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকেন। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কেবলমাত্র ভ্রাম্যমাণ আদালতে বিচারই করেন না, তাঁরা সহকারী কমিশনার/সিনিয়র সহকারী কমিশনার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাই এলাকার মাদক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর সম্যক ধারনা থাকে। জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক প্রতিমাসে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটির সভা করেন। বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার প্রতি মাসে মাদকবিরোধী আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের সভা করেন। মাঠ পর্যায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা এবং মাদক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যে সকল অসুবিধা/ প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয় এবং তা দূর করার জন্য কি কৌশল/ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সেমিনার/ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

অতঃপর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণভিত্তিক তথ্য উপস্থাপন করা হয়ঃ

১। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ অনুযায়ী মাদক অপরাধের অনূন্য সাজা ০৬ (ছয়) মাস এবং সর্বোচ্চ ০২ বছর। তা নিশ্চত করতে হবে।

২। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে বেশীরভাগ কার্যালয়ে এখন পর্যন্ত যানবাহন নেই। জেলা বা উপজেলা প্রশাসন এর তরফ থেকে মাঝে মাঝে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় যানবাহন সাপোর্ট দেয়া যেতে পারে।

৩। কতিপয় ক্ষেত্রে মামলার রায়ে আইনের সুনির্দিষ্ট ধারা উল্লেখ না থাকায় আপীলে আসামী বেনিফিট পায় দেখা গেছে। এ বিষয়ে সচেতন থাকা বাঞ্ছনীয়।

৪। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার ক্ষেত্রে ই-মোবাইল কোর্ট এর সুবিধা নেয়া সম্ভব হলে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা সহজ, দ্রুত ও নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ হতে ঝুঁকিমুক্ত হতে পারে।

প্রধান অতিথি ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে বলেন, মামলার জট কমাতে মোবাইল কোর্টের কোন বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাজা নিশ্চিত করার জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

জেলা প্রশাসক ঢাকা বলেন, মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় প্রয়োজনীয় যানবাহন সরবরাহ করা হবে এবং সপ্তাহের একাধিক দিন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে।

সেমিনারের সভাপতি ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমান বলেন, মাদকব্যবসায়ীদের তাৎক্ষণিক সাজা প্রদান করার ক্ষেত্রে মোবাইল কোর্টের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাজা নিশ্চিত করার জন্য তিনি উপস্থিত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের প্রতি আহ্বান জানান। সেমিনারে অংশগ্রহণকারীরা তাদের সুনিশ্চিত মতামত তুলে ধরেন।

ইকো ট্রেনিং অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশে মাদকাসক্তি রোগের চিকিৎসার মান উন্নয়নের জন্য কলম্বো প্লানের Universal Treatment Curriculum অনুসরণে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স ও রিকভারি এডিক্ট ও সমাজসেবকদের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয়

গত ১৮ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ১২তম ইকো ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়

মাস্টার ট্রেইনার দ্বারা কারিকুলাম ১. ফিজিওলজি এবং ফার্মাকোলজি, কারিকুলাম ২. কনটিনিউয়াম অব কেয়ার এ দুটি বিষয়ের উপর ১২তম ব্যাচে গত ১৮ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ হতে ২৭ অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত ১০ (দশ) দিনব্যাপী ইকো প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কারিকুলাম দুটি ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

গত ২৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়ের সম্মুখে ১২তম ইকো ট্রেনিং সমাপ্ত হওয়ার পর তোলা গ্রুপ ছবি

উক্ত প্রশিক্ষণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরাধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ১৭৫ টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মধ্য থেকে ২৪ টি কেন্দ্রের ০১ (এক) জন করে প্রতিনিধি এবং বিএসএমএমইউ থেকে ০৫ (পাঁচ) জন সাইকোথেরাপি ট্রেইনি এবং ০১ (এক) জন সাইকোলজিষ্ট অংশগ্রহণ করেন।

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও প্রচারাভিযান

অক্টোবর'২০১৬ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

মাদকবিরোধী আলোচনা সভা	১৬০ টি স্থানে
মাদকের কুফল সম্পর্কে শ্রেণিকক্ষে বক্তৃতা	১৫৩ টি স্থানে
মাদকবিরোধী পোস্টার/ স্টিকার/ লিফলেট বিতরণ	৭৩১০ টি স্থানে
মাদকবিরোধী শর্টফিল্ম/ডকুমেন্টারী প্রদর্শন	৬২ টি স্থানে
সেমিনার ওয়ার্কসপ	০৩ টি স্থানে
সাইনবোর্ড/বিলবোর্ড /স্থাপন ও দেয়াল লিখন	৩৪ টি স্থানে
বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ফেস্টুন/ পোস্টার প্রদর্শন	২৭ টি স্থানে
অভিযান কালে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা	২৭৩ টি স্থানে
স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক কার্যক্রম	১৯ টি স্থানে
সংগঠন/সমিতি/ক্লাব/ট্রেড ইউনিয়নভিত্তিক কার্যক্রম	০৮ টি স্থানে
সংস্থা/ NGO ভিত্তিক কার্যক্রম	২৫ টি স্থানে
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক কার্যক্রম	৩৩ টি স্থানে
মোট	৮১০৭ টি স্থানে

অক্টোবর/২০১৬ মাসে দেশব্যাপী মোট ৮১০৭টি মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক নিরোধ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এ সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শ্রেণিবক্তৃতা দেয়া হয়েছে ১৫৩ টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন

অক্টোবর/২০১৬ পর্যন্ত সময়ে সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠনসংক্রান্ত পরিসংখ্যান

বিভাগের নাম	বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠিত হয়েছে এরুপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠিত হয়নি এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠনের শতকরা হার
ঢাকা	৭,৪৮৮	৪,৯১১	২,৫৭৭	৬৫.৫৮%
চট্টগ্রাম	৪,৭০৮	৪,০৪৮	৬৬০	৮৫.৯৮%
রাজশাহী	১০,১৭০	৭,৭৪৯	২,৪২১	৭৬.১৯%
খুলনা	৪,৪৮৭	৩,৭১১	৭৭৬	৮২.৭০%
বরিশাল	৪,০২৯	২,২৭৫	১,৭৫৪	৫৬.৪৬%
সিলেট	১,১৭৫	১,১৭৫	-	১০০%
মোট	৩২,০৫৭	২৩,৮৬৯	৮,১৮৮	৭৪.৪৫%

সবচেয়ে বেশি কমিটি গঠিত হয়েছে সিলেট বিভাগে (১০০%) এবং সবচেয়ে কম কমিটি গঠিত হয়েছে বরিশাল বিভাগে (৫৬.৪৬%)।

সূত্র : নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা

গত ২৫ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়, জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়ে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত মাদকবিরোধী কমিটির কার্যক্রম জোরদারকরণ বিষয়ক সেমিনার

গত ০৪ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে বগুড়া জেলায় জেলাভিত্তিক অস্ত্রসহ ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণ পুরুষ/মহিলা কোর্সে মাদকবিরোধী বক্তব্য প্রধান করেন ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক জনাব মো: শামীম আহমেদ

গত ২৫ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইলে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়

গত ০২ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে, গাজীপুর জেলার কাশিমপুর এলাকায় মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মচারীগণ

গত ২৩ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে গোবিন্দগঞ্জ আলেয়া ডিগ্রী কলেজ, ছাতক, সুনামগঞ্জে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা ও লিফলেট বিতরণ করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ

গত ১২ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে হুশতলা, বকচর, যশোর জেলায় প্রিসেভ সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এর আয়োজনে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়

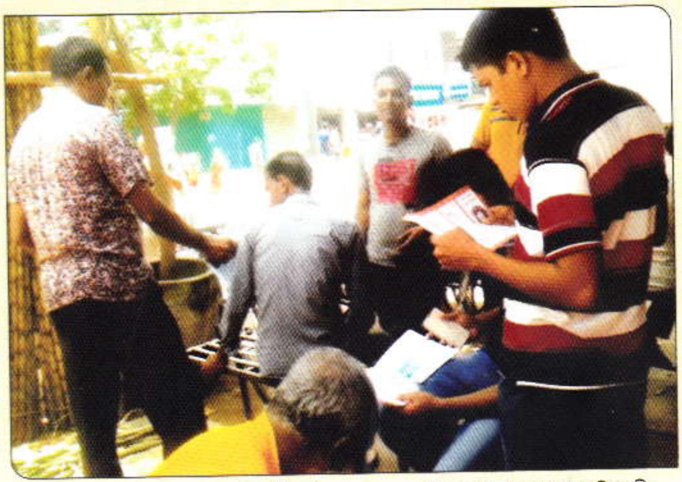

গত ১৩ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে ঝিনাইদহ সদরের আরাপপুর বাসস্ট্যান্ডে মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মচারীগণ

গত ২৯ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে ওয়াপদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খুলনায় মাদকবিরোধী আলোচনা সভায় লিফলেট বিতরণ করেন জনাব এস, এম, এলতাস উদ্দিন, পরিদর্শক, খুলনা "খ" সার্কেল

অপারেশনাল কার্যক্রম

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের উপ-পরিচালক এর নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করে ১৩৫ বোতল বীলাতি মদ ও ৭৫ বোতল বিদেশী বিয়ার উদ্ধার ও ০২ (দুই) জন আসামি গ্রেফতার

গত ২৮ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের উপ-পরিচালক এর নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করে ১৩৫ বোতল বীলাতি মদ ও ৭৫ বোতল বিদেশী বিয়ার উদ্ধার ও ০২ (দুই) জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, সুনামগঞ্জ কর্তৃক ৪৬৫ বোতল বিদেশীমদ (অফিসার্স চয়েজ ৪২০ বোতল ও ম্যাকডুয়েলস নাম্বার ওয়ান ৪৫ বোতল) আটক

গত ৫ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, সুনামগঞ্জ কর্তৃক ৪৬৫ বোতল বিদেশীমদ (অফিসার্স চয়েজ ৪২০ বোতল ও ম্যাকডুয়েলস নাম্বার ওয়ান ৪৫ বোতল) আটক করা হয়।

আইন-আদালত (অক্টোবর-২০১৬)

উপ-অঞ্চল/ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ভিত্তিক অক্টোবর-২০১৬ মাসের মামলা ও আসামীর পরিসংখ্যান

মেট্রো: উপ-অঞ্চল, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ও গোয়েন্দা কার্যালয়ের নাম	জুলাই-২০১৬					
	নিয়মিত		মোবাইল কোর্ট			
	মামলা	আসামী	মামলা	আসামী	মোট মামলা	মোট আসামী
ঢাকা মেট্রো: উপ-অঞ্চল	৭৪	৮৯	২৯	২৯	১০৩	১১৮
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ঢাকা	২	৫	৪	৪	৬	৯
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ময়মনসিংহ	৪	৫	১৮	১৮	২২	২৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ফরিদপুর	২	২	১০	১০	১২	১২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, টাঙ্গাইল	২	২	১০	১০	১২	১২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, জামালপুর	০	০	৫	৫	৫	৫
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, গোপালগঞ্জ	২	২	১	১	৩	৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, মাদারীপুর	১	১	১	১	২	২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, শরীয়তপুর	০	০	১	১	১	১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, রাজবাড়ী	৬	৮	৪	৪	১০	১২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, মানিকগঞ্জ	১	১	১০	১২	১১	১৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, মুন্সীগঞ্জ	৪	৪	০	০	৪	৪
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ	৬	৮	৮	৮	১৪	১৬
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, নরসিংদী	৫	৬	৪	৪	৯	১০

মেট্রো: উপ-অঞ্চল, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ও গোয়েন্দা কার্যালয়ের নাম	অক্টোবর-২০১৬ নিয়মিত মামলা	নিয়মিত আসামী	মোবাইল কোর্ট মামলা	মোবাইল কোর্ট আসামী	মোট মামলা	মোট আসামী
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, গাজীপুর	২	৪	১৪	১৪	১৬	১৮
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, শেরপুর	১	১	৩	৩	৪	৪
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ	৩	৪	৯	৯	১২	১৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, নেত্রকোনা	৩	৩	৪	৪	৭	৭
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ঢাকা	১১৮	১৪৫	১৩৫	১৩৭	২৫৩	২৮২
চট্টগ্রাম মেট্রো: উপ-অঞ্চল	১৯	২৩	২৯	২৯	৪৮	৫২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, চট্টগ্রাম	১	০	৫	৫	৬	৫
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, নোয়াখালী	১	১	৯	৯	১০	১০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, কুমিল্লা	৪	৪	২০	২০	২৪	২৪
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, কক্সবাজার	০	০	১৯	২১	১৯	২১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, রাঙামাটি	০	০	০	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, খাগড়াছড়ি	০	০	০	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, বান্দরবান	০	০	০	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	১৯	১১	৮	৮	২৭	১৯
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, চাঁদপুর	১	১	১০	১০	১১	১১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, লক্ষ্মীপুর	০	০	২	২	২	২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ফেনী	২	৩	৮	৮	১০	১১
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, চট্টগ্রাম	৪৭	৪৩	১১০	১১২	১৫৭	১৫৫
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, খুলনা	৮	৯	৯	৯	১৭	১৮
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, যশোর	২৪	২৮	২	২	২৬	৩০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, কুষ্টিয়া	৭	৮	৮	৮	১৫	১৬
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা	৪	৪	৬	৬	১০	১০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, মেহেরপুর	২	২	০	০	২	২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ঝিনাইদহ	১০	৮	২	৫	১২	১৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, মাগুরা	২	২	৩	৩	৫	৫
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, নড়াইল	০	০	৫	৫	৫	৫
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, সাতক্ষীরা	৭	৮	১	১	৮	৯
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, বাগেরহাট	৩	৩	৫	৫	৮	৮
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, খুলনা	৬৭	৭২	৪১	৪৪	১০৮	১১৬
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, রাজশাহী	১২	১৫	১৪	১৬	২৬	৩১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, পাবনা	৯	৯	১৭	১৭	২৬	২৬
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, বগুড়া	১৪	১৯	২৬	২৬	৪০	৪৫
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, রংপুর	৭	৮	১৭	১৮	২৪	২৬
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, দিনাজপুর	১	১	১৬	১৬	১৭	১৭
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, পঞ্চগড়	০	০	২	৩	২	৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও	৩	৩	০	০	৩	৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, নীলফামারী	৩	৪	৬	৬	৯	১০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, লালমনিরহাট	০	০	১১	১১	১১	১১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, কুড়িগ্রাম	৫	৯	৮	৮	১৩	১৭
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, গাইবান্ধা	৪	৪	৮	৮	১২	১২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, জয়পুরহাট	৯	১১	১	১	১০	১২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ	৪	৪	৭	৭	১১	১১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, নাটোর	৬	১২	৬	৬	১২	১৮
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, নওগাঁ	৮	১১	৫	৫	১৩	১৬
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৬	৬	৮	৮	১৪	১৪
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, রাজশাহী	৯১	১১৬	১৫২	১৫৬	২৪৩	২৭২
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়, ঢাকা	৫	৬	০	০	৫	৬
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়, রাজশাহী	৪	৫	০	০	৪	৫
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়, চট্টগ্রাম	৩	৩	৯	৯	১২	১২
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়, খুলনা	২	২	২	২	৪	৪
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়, সিলেট	১	১	০	০	১	১
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়, বরিশাল	০	০	০	০	০	০
গোয়েন্দা শাখা	১৫	১৭	১১	১১	২৬	২৮
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, সিলেট	২	৩	১৪	১৪	১৯	১৯

মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ও গোয়েন্দা কার্যালয়ের নাম	অক্টোবর-২০১৬ নিয়মিত মামলা	নিয়মিত আসামী	মোবাইল কোর্ট মামলা	মোবাইল কোর্ট আসামী	মোট মামলা	মোট আসামী
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, সুনামগঞ্জ	৮	৮	৫	৫	৭	৮
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, মৌলভীবাজার	৪	৪	৭	৭	১৫	১৫
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, হবিগঞ্জ	৪	৪	৪	৪	৮	৮
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, সিলেট	১৮	১৯	৩০	৩০	৪৯	৫০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, বরিশাল	৪	৪	১	১	৫	৫
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, পটুয়াখালী	১	১	৩	৩	৪	৪
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, বরগুনা	০	০	০	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ভোলা	০	০	১	১	১	১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ঝালকাঠি	০	০	০	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, পিরোজপুর	০	০	০	০	০	০
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, বরিশাল	৫	৫	৫	৫	১০	১০
মোট	৩৬১	৪১৭	৪৮৪	৪৯৫	৮৪৬	৯১৩

- ✔ সবচেয়ে বেশি মামলা দায়ের: ঢাকা মেট্রো উপঅঞ্চল-১০৩ টি
- ✔ সবচেয়ে কম মামলা দায়ের : বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় সিলেট, বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় বরিশালে, বরগুনা, ভোলা ও পিরোজপুর কোন মামলা হয়নি।
- ✔ যেসব জেলায় নিয়মিত মামলা হয়নি: জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় মাদারীপুর, শরীয়তপুর, চট্টগ্রাম, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, লক্ষীপুর, নড়াইল, নীলফামারী, লালমনিরহাট, জেলায় নিয়মিত মামলা হয়নি।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম (অক্টোবর'২০১৬)

বেসরকারি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের সংখ্যা

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অধিশাখা থেকে বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুণর্বাসন কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত সেপ্টেম্বর-২০১৬ মাসে ০৫টি মোট ১৮৮ টি কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। অক্টোবর-২০১৬ মাসে ০১টি কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়। যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

ক্রঃ নং	লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	প্রতিষ্ঠানের প্রধানের পদবী	বেডের সংখ্যা	ফোন নম্বর	অনুমোদনের ইস্যু নম্বর ও তারিখ
১৮৯।	'সৃষ্টি' মাদকাসক্ত পুনর্বাসন নিবাস, জান্নাতুল ফেরদৌস টাওয়ার (৩য় তলা), সিএস নং-১১৩৬, বিএস নং-১৯৯৭৮, কাজিরগাঁও, ডেমরা, রোড, ঢাকা	জনাব নূর আলম জাবেদ পরিচালক	১০	০১৭০৩২৩২৬৬৬ ০১৮৬৬৬৭৯০০০	নং-৮৪৩৩ তাং- ০৮/১১/১৬

প্রশাসন অধিশাখার কার্যক্রম

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায় করা হয়। এছাড়া বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বিভিন্ন প্রিকারসর কেমিক্যালসের মাধ্যমে আমদানি, সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্স আমদানি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, খুচরা বিক্রয় এবং ব্যবহারের লাইসেন্স ফি থেকেও রাজস্ব আদায় করা হয়। অধিদপ্তরের বিভিন্ন অঞ্চল হতে অক্টোবর' ২০১৫ এবং অক্টোবর' ২০১৬ সাল পর্যন্ত মাসভিত্তিক আদায়কৃত রাজস্বের তুলনামূলক বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক্রঃ নং	অঞ্চলের নাম	অক্টোবর' ২০১৫	অক্টোবর' ২০১৬
১।	ঢাকা অঞ্চল	৯৬,৫২,৭৫০/-	১,০১,৫৮,৮৫০/-
২।	সিলেট অঞ্চল	৪২,৫৮,৫৮২/-	৪৪,৬৯,৬২০/-
৩।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৩৩,৪৪,৪৭৫/-	৩৯,৩৩,৭৩২/-
৪।	খুলনা অঞ্চল	২,৯৪,৫৯,১৬৪/-	৩,০৩০৩,৯৭৬/-
৫।	বরিশাল অঞ্চল	৩,৬৩,০৪০/-	৪,৮৯,৬০০/-
৬।	রাজশাহী অঞ্চল	৭৮,৪২,১৭৭/-	৮৯,১৩,৮৩১/-
	মোট	৫,৪৯,২০,১৮৮/-	৫,৮২,৬৯,৬০৯/

প্রিকারসর কেমিক্যালস আমদানি সংক্রান্ত বিবরণী

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	বার্ষিক কোটা	অক্টোবর' ২০১৬
টলুইন	১২,৭৬৮.৫০ মেঃ টঃ	৩৪৩.৬৮ মেঃ টঃ
এ্যাসিটিক এনহাইড্রাইড	২,৫৬৬ মেঃ টঃ	১৪০.৮০০ মে:ট:
এ্যাসিটোন	৫,৮৮৬.৯৯ মেঃ টঃ	১১২.৫৬ মেঃ টঃ
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৪,১৮৪.৫৬ মেঃ টঃ	১৫৭.৫২ মেঃ টঃ
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	২,০৪৫ মেঃ টঃ	৮০ মেঃ টঃ
সিউডোএফিড্রিন	৪৯,০২১ কেজি	৪০৫০ কেজি

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রশাসন শাখা)

রাসায়নিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম

কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিজিবি, কাস্টমস, র‍্যাব ও সিআইডিসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামত এবং শিল্পে ব্যবহার্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রিকারসর কেমিক্যালস এর রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। অক্টোবর' ২০১৬ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার পরিসংখ্যান :

রাসায়নিক পরীক্ষার পরিসংখ্যান

অঞ্চলের/ সংস্থা নাম	সেপ্টেম্বর/১৬ তে গৃহীত নমুনার সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ: পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট রিপোর্ট	পেন্ডিং/ স্থগিত
					--
ঢাকা অঞ্চল	১৪৫	১৪৪	--	১৪৪	০৯
ঢাকা অঞ্চল	১৬৯	১৭১	--	১৭১	০৭
চট্টগ্রাম অঞ্চল	৯৭	৯৬	--	৯৬	০৬
রাজশাহী অঞ্চল	১৩৯	১৩৬	--	১৩৬	০৭
খুলনা অঞ্চল	২৮	৪২	--	৪২	০৭
বাংলাদেশ পুলিশ	৫০৯৫	৫২০৪	--	৫২০৪	১২৬
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	--	--	--	--	--
র‍্যাব	--	--	--	--	--
বাংলাদেশ রেলওয়ে পুলিশ	১৯	১৯	--	১৯	--
অন্যান্য সংস্থা সিআইডি	৪	৪	--	৪	--
মোট	৫৫৫১	৫৬৭২	--	৫৬৭২	১৫৩

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার)

নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ কর্তৃক প্রকাশিত।
ফোন: ০২-৮৮৭০০১১, ফ্যাক্স: ০২-৮৮৭০০১০, ই-মেইল: dgdncbd@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dnc.gov.com